The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

ন্যায় মতে হেত্বাভাসের স্বরূপ ও বিভাগ আলোচনা

Srabani Murmu Saren

Former Student, Dept. of – philosophy, Burdwan University, West Bengal, India.

E-mail - srabanimurmusoren@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400065

সারসংক্ষেপ

মহর্ষিগৌতম (অক্ষপাদ) 'ন্যায়সূত্র' নামকগ্রন্থেরপ্রতিষ্ঠাতাএই গ্রন্থে তিনি প্রমা এবং প্রমাণ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। প্রমা চারটি- প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ এবং প্রমাণ চারটি-প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ। অর্থাৎ উক্ত চারটি প্রমাণের মধ্যে অনুমান হচ্ছে একটি অন্যতম প্রমাণ। অনুমানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধ স্থাপন, আর এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয় হেতু ধর্মের সাহায্যে। অর্থাৎ অনুমান পুরোপুরি হেতুর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সমস্ত অনুমান থেকেই যে যথার্থ অনুমিতি সম্ভব, তা অসম্ভব। কারণ হেতু সৎ হতে পারে আবার অসৎও হতে পারে। যদি হেতুটি সৎ হয় তাহলে অনুমান বা অনুমিতিটি যথার্থ, যথা-যত্র ধূম তত্র বহ্নি। আর যদি হেতুটি অসৎ হয় তাহলে অনুমান বা অনুমিতিটি অযথার্থ, যথা-যত্র বহ্নি তত্র ধূম। ন্যায় মতে এই অসৎ হেতুকেই হেত্বাভাস বলা হয়। ন্যায় মতে এই হেত্বাভাসকে পাঁচ রকম ভাবে ভাগ করা হয়, যথা – সব্যভিচার হেত্বাভাস, বিরুদ্ধ হেত্বাভাস, সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস, অসিদ্ধ হেত্বাভাস এবং বাধিত হেত্বাভাস।

Keyword :

হেত্বাভাস, অনৈকান্তিক, বিরোধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম,এবং কালাতীত।

ভূমিকা:

আস্তিক ষড়দর্শন এর মধ্যে ন্যায় দর্শন হল একটি অন্যতম আস্তিক দর্শন যা বেদস্বতন্ত্র দর্শন নামেও পরিচিত। ন্যায় মতে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভই জীবনের পরম লক্ষ্য। আর এই মুক্তি লাভের জন্য নিঃসন্দিগ্ধ নিশ্চিত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যখন যথার্থ জ্ঞান থেকে অযথার্থ জ্ঞান কে পৃথক করা সম্ভব তখনই নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান সম্ভব। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্র গ্রন্থে অনুমান প্রমাণের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখিয়েছেন কিভাবে যথার্থ জ্ঞান থেকে অযথার্থ জ্ঞানকে পৃথক করা সম্ভব।

হেত্বাভাস এর স্বরূপ :

মহর্ষি গৌতম (অক্ষপাদ) তাঁর 'ন্যায় সূত্র' নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের প্রথমসূত্রে উল্লেখ করেছেন:

All rights reserved. ©2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতন্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাংতত্ত্বজ্ঞাননিঃ শ্রেয়সাধিগম।"

অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতন্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান – এই ষোলটি তত্ত্বের জ্ঞান যদি যথাযথ হয় তাহলেই নিঃশ্রেয়স লাভ সম্ভব।

এই ষোলটি তত্ত্বের মধ্যে 'হেত্বাভাস' হল একটি অন্যতম তত্ত্ব। হেত্বাভাস শব্দটি 'হেতু' ও 'আভাস' এই দুটি শব্দের সমাস। 'হেতু' শব্দের অর্থ হল 'লিঙ্গ বা চিহ্ন' এবং 'আভাস' শব্দটির অর্থ 'প্রতীয়মান হওয়া'। অর্থাৎ যেটি হেতু নয় অথচ হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় সেটিই হেত্বাভাস রূপে গণ্য। এই হেত্বাভাস শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, একটি 'দুষ্টহেতু বা দোষযুক্তহেতু' অর্থে [হেতুবদ্ আভাসন্তে ইতি হেত্বাভাসাঃ।] এবং অন্য অর্থে 'হেতুরদোষ'কেই বোঝায় [হেত্বোঃ আভাসাঃ হেত্বাভাসাঃ।]। অর্থাৎ হেত্বাভাস বলতে অসৎহেতুকে বোঝানো হয়। কারণ ন্যায় মতে হেতু সৎহেতু ও অসৎহেতু ভেদে দুই রকম হয়।

উক্ত হেতু দুটি বিস্তারিত জানার পূর্বে 'হেতু' কি তা সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। ন্যায় মতে প্রত্যেকটি অনুমান অন্তত তিনটি বচন এবং তিনটি পদ দ্বারা গঠিত, প্রতিটি পদই ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট। এই তিনটি পদ যথাক্রমে - পক্ষধর্মবিশিষ্ট পদ, সাধ্যধর্মবিশিষ্ট পদ, হেতুধর্মবিশিষ্ট পদ। ব্যাখ্যা –

ক)পক্ষধর্মবিশিষ্ট পদ :

'সন্ধিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ, ধূমবত্ত্বে হেতৌ পর্বতঃ'। অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের উপস্থিতি বিষয়ে সংশয় থাকে, তাকে 'পক্ষ' বলা হয়। যথা - পর্বত বহ্নিমান্,যেহেতু পর্বত ধূমবান্। এই অনুমানটিতে 'পক্ষ' পদ হচ্ছে 'পর্বত'। কারণ ধূম দর্শনের পর পর্বতে বহ্নি অনুমান করা হয়। পর্বত বহ্নির (সাধ্য) সন্দিগ্ধস্থল।

আর যেযে অধিকরণে সাধ্যের উপস্থিতি পূর্বেই নিশ্চিত থাকে, তাকে 'সপক্ষ' বলা হয়। যেমন- মহানস [নিশ্চিত-সাধ্যবান্ সপক্ষঃ,যথা-তত্রৈব মহানসম্।]। উক্ত অনুমানটিতে সাধ্য বহ্নি যজ্ঞ- শালা, পাকশালা, চত্তর, মহানসাদিতে নিশ্চত রূপে বর্তমান।

আর যে যে অধিকরণে সাধ্যের অভাবের নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তাকে 'বিপক্ষ' বলা হয়। যেমন - মহাহ্রদ [নিশ্চত সাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ,যথা-তত্রৈব মহাহ্রদঃ।]। উক্ত অনুমানটিতে সাধ্য 'বহ্নি' মহাহ্রদ (সমুদ্র), জলহ্রদাদিতে নিশ্চিত রূপে অনুপস্থিত।

খ)সাধ্যধর্মবিশিষ্ট পদ:

পক্ষে যার উপস্থিতি সাধিত হয় বা প্রমাণ করা হয়,তাকে 'সাধ্য' বলা হয়। যেমন-পর্বত বহ্নিমান্ ধূমাৎ। এই অনুমানটিতে 'সাধ্য' পদ হচ্ছে 'বহ্নি'। কারণ পর্বতে ধূম দেখে পর্বতে বহ্নির উপস্থিতি অনুমান করা হয়। অন্যভাবেও কথিত আছে যে – বান্, মান্, বর্জিয়া সাধ্য আন গর্জিয়া। যদি না থাকে বান্, মান্, 'ত্ব' চড়িয়ে সাধ্য আন্।উক্ত অনুমানটিতে 'বহ্নিমান্' স্থানে যদি 'মান' টা সরিয়ে 'ত্ব' যোগ করা হয় তাহলে 'বহ্নিত্ব' সাধ্যটি পাওয়া যাবে।

All rights reserved. ©2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

গ)হেতুধর্মবিশিষ্ট পদ:

যে ধর্মের মাধ্যমে পক্ষধর্ম ও সাধ্যধর্ম এর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়,তাকে 'হেতু' বলা হয়। যেমন – পর্বত বহ্নিমান্ ধূমাৎ। এই অনুমানটিতে 'হেতু' পদ হচ্ছে 'ধূম'। এই ধূম (হেতু বা লিঙ্গ) দেখে পর্বতে বহ্নির উপস্থিতি অনুমান করা হয়।

অর্থাৎ পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধ স্থাপনই অনুমানের মূল লক্ষ্য, আর এই হেতু ধর্মের সাহায্যেই সেই সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব।

সৎহেতু :

ন্যায় মতে সৎহেতুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যথা– পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষাসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব। উদাহরন সহযোগে সৎহেতুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা –

পর্বত বহ্নিমান

যেহেতু পর্বত ধূমবান

যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যথা – যজ্ঞশালা।

ক) পক্ষসত্ত্ব: যে সৎহেতুটি পক্ষে অবস্থান করে, তাকে 'পক্ষসত্ত্ব' বলা হয়। উক্ত অনুমানটিতে ধূম হেতুটি পক্ষ পর্বতেউপস্থিত।

খ) সপক্ষাসত্ত্ব: যে সৎহেতুটি সপক্ষে অবস্থান করে, তাকে 'সপক্ষাসত্ত্ব' বলা হয়। উক্ত অনুমানটিতে বহ্নি সাধ্যটি সপক্ষ যজ্ঞশালায় নিশ্চিত রূপে উপস্থিত।

গ) বিপক্ষাসত্ত্ব: যে সৎহেতুটি বিপক্ষে অবস্থান করবে না, তাকে 'বিপক্ষাসত্ত্ব' বলা হয়। উক্ত অনুমানটিতে বহ্নি সাধ্যটি বিপক্ষ হ্রদে নিশ্চিত রূপে অনুপস্থিত।

ঘ) অবাধিতত্ত্ব: যে সৎহেতুটি অনুমান ভিন্ন বলশালী অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে না, তাকে 'অবাধিতত্ত্ব' বলা হয়। উক্ত অনুমানটিতে ধূম হেতুটি পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে অবাধিত হেতু, কারণ যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র বহ্নি বর্তমান।

ঙ) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব: এখানে 'অসৎ' অর্থে 'না থাকা' ও 'সৎ' অর্থে 'থাকা' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে অনুমানটিতে সৎ হেতুর কোনো প্রতিপক্ষ থাকবে না তাকে 'অসৎপ্রতিপক্ষত্ব' বলা হয়। উক্ত অনুমানটিতে ধূম হেতুটি দেখে সাধ্য বহ্নিকে অনুমান করা হচ্ছে অর্থাৎ প্রতিপক্ষ এমন কোনো স্থান নেই যেখানে ধূম উপস্থিত অথচ বহ্নি অনুপস্থিত।

অসৎহেতু বা হেত্বাভাস:

হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যাৎ হেতুবদাভাসমানাৎঃ। ত ইমে।

All rights reserved. ©2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

অর্থাৎ যে অনুমানটিতে সৎ হেতুর কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকায়, হেতুটির সাদৃশ্য বা উপমা থাকায় হেতুটি সৎহেতু রূপে প্রতীয়মান হয়,তাকে 'হেত্বাভাস' বলা হয়। যথা – 'পর্বতঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ'। এই অনুমা-নটিতে পক্ষ-পর্বত, সাধ্য-ধূম, সপক্ষ-যজ্ঞশালা, বিপক্ষ-তপ্তলৌহপিন্ড, হেতু-বহ্নি। উক্ত অনুমানটিতে বহ্নি হেতুটি বিপক্ষ তপ্তলৌহপিন্ডে অবস্থান করছে, তাই হেতুটি অসৎ। কেননা সৎহেতুর ক্ষেত্রে হেতুটি বিপক্ষে থাকে না। হেত্বাভাসের এই লক্ষনটি বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন।

অনুমিতি-প্রতিবন্ধক-যথার্থজ্ঞান-বিষয়ত্বং হেত্বাভাসত্বম্।

অর্থাৎ অনুমিতির প্রতিবন্ধকরূপ যে যথার্থজ্ঞান সেই জ্ঞানের যে বিষয়, তাকে 'হেত্বাভাস' বলা হয়।যথা- হ্রদে বহ্নি আছে। এই অনুমানটিতে যথার্থজ্ঞান 'হ্রদে বহ্নির অভাব আছে' এটি প্রতিবন্ধক।কেননা 'হ্রদে বহ্নির অভাব আছে' এটি পূর্বেই অভিজ্ঞতার দ্বারাপ্রমাণিত, তাই উক্ত অনুমিতিটি যথার্থজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। হেত্বাভাসের এই লক্ষণটি অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকায় উল্লেখ করেছেন।

হেত্বাভাসের প্রকার :

''সব্যভিচার-বিরুদ্ধপ্রকরণ-সমসাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ ''।।

১ . সব্যভিচার হেত্বাভাস :

সব্যভিচারঃ অনৈকান্তিকঃ।

অর্থাৎ সব্যভিচার হেত্বাভাসের অপর নাম 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাস। 'ব্যভিচার'এর অর্থ 'ব্যতিক্রম'। যেটি ব্যতিক্রমী অনুমান সেটিই সব্যভিচার হেত্বাভাস রূপে গণ্য। যথা – পর্বতঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ। এই অনুমানটিতে পক্ষ-পর্বত, সাধ্য-ধূম, সপক্ষ-পাকশালা, বিপক্ষ-তপ্তলৌহপিন্ড, হেতু-বহ্নি। উক্ত অনুমা-নটি ব্যভিচার গ্রস্ত, কেননা উক্ত বহ্নি হেতুটি বিপক্ষ তপ্তলৌহপিন্ডে ধূম ছাড়াও উপস্থিত। অর্থাৎ যে অনুমানটিতে বিপক্ষাসত্ত্ব হেতুটির অভাব হয়, সেখানেই সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস ঘটে।

স ত্রিবিধঃ – সাধারনাসাধারনানুপসংহারি ভেদানাং।

অর্থাৎ সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারি ভেদে সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস তিন প্রকার।

ক) সাধারণ সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস :

তত্র সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিঃ সাধারনঃ অনৈকান্তিকঃ। যথা-পর্বতঃ অগ্নিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ ইতি; প্রমেয়ত্বস্য বহ্ন্যাভাববতি হ্রদে বিদ্যমানত্বাৎ।

অর্থাৎ সাধ্য ও সাধ্যের অভাবের অধিকরণে যে হেতুটি থাকে, তাকে সাধারন অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলা হয়। অর্থাৎ যে হেতুটির ব্যাপকতা বেশি, সাধ্যের ব্যাপকতার তুলোনায়। যথা – পর্বত অগ্নিমান্, যেহেতু তাতে প্রমেয়ত্ব।এই অনুমানটিতে পক্ষ-পর্বত, সাধ্য-বহ্নি,

All rights reserved. ©2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

সপক্ষ- মহানসাদি, বিপক্ষ-হ্রদ, হেতু-প্রমেয়ত্ব। উক্ত অনুমানটিতে 'প্রমেয়ত্ব' হেতুটি সাধ্য-বহ্নি,সপক্ষ-মহানসাদি,বিপক্ষ-হ্রদ - এ সাধারন ভাবে বিদ্যমান।

খ) অসাধারন সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস :

সর্বসপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্তঃ পক্ষমাত্রবৃত্তিঃ অসাধারনঃ। যথা-শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ ইতি। শব্দত্বং হি সর্বেভ্যো নিত্যভ্যো-অনিত্যেভ্যো ব্যাবৃত্তং শব্দমাত্রবৃত্তিঃ।

যে হেতুটি সর্বদা সপক্ষে বা বিপক্ষে না থেকে কেবলমাত্র পক্ষে অবস্থান করে, তাকে অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলা হয়। যথা - শব্দ নিত্য যেহেতু শব্দে শব্দত্ব ধর্মটি বিদ্যমান। এই অনুমানটিতে পক্ষ-শব্দ, সাধ্য-নিত্য, সপক্ষ-আকাশাদি, বিপক্ষ-ঘটাদি, হেতু-শব্দত্ব। উক্ত অনুমানটিতে শব্দত্ব হেতুটি কেবল পক্ষ শব্দতেই বিদ্যমান।

গ) অনুপসংহারী সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস :

অন্বয়-ব্যতিরেক-দৃষ্টান্তরহিত-অনুপসংহারী। যথা– সর্বম্-অনিত্যম্ প্রমেয়ত্বাৎ ইতি। তত্র সর্বস্যাপি পক্ষত্বাৎ দৃষ্টান্তো নাস্তি।

অর্থাৎ যে হেতুটির কোনো অন্বয়-ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত থাকে না, সপক্ষ-বিপক্ষ সবই পক্ষের অন্তর্গত হয়, তাকে অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলা হয়। অন্য ভাবে বলা যায় যার উপসংহার বা সমাপ্তি নেই, তাই অনুপসংহারী। যথা – সর্বম্ অনিত্যম্ প্রমেয়ত্বাৎ। এই অনুমানটিতে পক্ষ-সব, সাধ্য-অনিত্য, সপক্ষ-পটাদি, বিপক্ষ-আকাশাদি, হেতু-প্রমেয়ত্ব। উক্ত অনুমানটিতে 'প্রমেয়ত্ব' হেতুটি এতই ব্যাপক যে, সপক্ষ-বিপক্ষ সবইপক্ষে (সব) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২. বিরুদ্ধ হেত্বাভাস :

সাধ্যাভাব-ব্যাপ্তো হেতুবিরুদ্ধঃ। যথা - শব্দো নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ ইতি। কৃতকত্বং হি নিত্যত্বাভাবেনানিত্যত্বে ব্যাপ্তম্।

অর্থাৎ যে হেতুটির সঙ্গে সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্তি থাকে, তাকে 'বিরুদ্ধ বা বিরোধ' হেত্বাভাস বলা হয়। যথা – শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপত্তিশীল। এই অনুমানটিতে পক্ষ-শব্দ, সাধ্য-নিত্য, সপক্ষ-আকাশাদি, বিপক্ষ-ঘটাদি, হেতু-কৃতকত্ব (উৎপত্তিশীল)। উক্ত অনুমানটিতে কৃতকত্ব হেতুটির সঙ্গে নিত্য বস্তু সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্তি (হেতু ও সাধ্যের নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধজ্ঞান) ঘটেছে। কারণ যা উৎপত্তিশীল তা কখনই নিত্য হতে পারে না। অর্থাৎ যে অনুমানটিতে সপক্ষাসত্ত্ব হেতুটির অভাব হয়, সেখানেই বিরুদ্ধ বা বিরোধ হেত্বাভাস ঘটে।

৩. প্রকরণসম হেত্বাভাস :

যস্য সাধ্যভাব-সাধকং হেত্বন্তরং বিদ্যতে, স সৎপ্রতিপক্ষঃ। যথা – শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ ; শাব্দোঽনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ ইতি।

All rights reserved. ©2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

অর্থাৎ যে হেতুটিতে সাধ্যের অভাব প্রমাণ করার জন্য প্রতিপক্ষ একটি হেতু উপস্থাপন করা হয়, তাকে 'প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ' হেত্বাভাস বলা হয়। যথা–

বাদীপক্ষ – শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দে শ্রাবণত্ব আছে, যথা-শব্দত্ব।

প্রতিবাদী – শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দে কার্যত্ব আছে, যথা-ঘট।

এই অনুমান দুটিতে বাদীপক্ষের 'শ্রাবণত্ব' হেতুটিতে সাধ্যের অভাব (অনিত্যতা) প্রমাণ করার জন্য প্রতিবাদীপক্ষ 'কার্যত্ব' হেতুটির দ্বারা সাধ্যে শব্দের অনিত্যতা উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ যে অনুমান-টিতে অসৎপ্রতিপক্ষ হেতুটির অভাব হয়, সেখানেই প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস ঘটে।

৪ . সাধ্যসম হেত্বাভাস :

সাধ্যসম হেত্বাভাসকে অসিদ্ধ হেত্বাভাসও বলা হয়। যে হেতুটি সাধ্যের মতনই অসিদ্ধ বা কল্পিত, সেই হেতুটি 'অসিদ্ধ বা সাধ্যসম' নামে পরিচিত। যথা– আকাশকুসুম গন্ধযুক্ত, যেহেতু আকাশকুসুম অরবিন্দত্ব যুক্ত, যথা-পদ্ম। এই অনুমানটিতে পক্ষ-আকাশকুসুম, সাধ্য-গন্ধযুক্ত, হেতু-অরবিন্দত্ব। এই 'অরবিন্দত্ব' হেতুটি অসিদ্ধ, কারণ 'আকাশকুসুম' পক্ষটি নিজেই অসিদ্ধ। আর হেতুটি যে অধিকরণে আশ্রিত থাকে সেই অধিকরণই যদি কল্পিত হয়, তাহলে সেই হেতুটিকেও অসিদ্ধ হেতু বলা হয়। অর্থাৎ যে অনুমানটিতে পক্ষসত্ত্ব হেতুটির অভাব হয়, সেখানেই সাধ্যসম বা অসিদ্ধ হেত্বাভাস ঘটে।

অসিদ্ধ ত্রিবিধঃ – আশ্রয়াসিদ্ধঃ, স্বরূপাসিদ্ধঃ, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধশ্চেতি।

অর্থাৎ আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যতাসিদ্ধ ভেদে অসিদ্ধ বা সাধ্যসম হেত্বাভাস তিন প্রকার।

ক) আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস :

আশ্রয়াসিদ্ধো যথা-গগনারবিন্দং সুরভি। অরবিন্দত্বাৎ। সরোজারবিন্দবৎ ইতি। তত্র গগনারবিন্দম আশ্রয়ঃ স চ নাস্ত্যেব।

অর্থাৎ যে অনুমানটিতে আশ্রয়টিই অসিদ্ধ বা কল্পিত হয়, সেই অনুমানটিতে যে হেতুটি ব্যবহৃত হয়, তাকে আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়। যথা- আকাশকুসুম গন্ধযুক্ত, যেহেতু আকাশকুসুম অরবিন্দত্ব যুক্ত,যথা-সরোজারবিন্দবৎ (পদ্ম)। এই অনুমানটিতে 'অরবিন্দত্ব' হেতুটি অসিদ্ধ, কারণ 'আকাশকুসুম' পক্ষ বা আশ্রয়টি নিজেই অসিদ্ধ।

খ) স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস :

স্বরূপাসিদ্ধো যথা-শব্দোঽনিত্যঃচাক্ষুষত্বাৎ রূপবৎ ইতি। অত্র চাক্ষুষত্বং পক্ষে নাস্তে, শব্দস্য শ্রাবণত্বাৎ।

অর্থাৎ যে হেতুটি পক্ষে স্বরূপত অসিদ্ধ বা পক্ষে যে হেতুটির অভাব থাকে, তাকে স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়। যথা-শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই অনুমানটিতে পক্ষ-শব্দ, সাধ্য-অনিত্য, হেতু-চাক্ষুষত্ব। এই 'চাক্ষুষত্ব' হেতুটি পক্ষ 'শব্দে' কখনই থাকতে পারে না, কেননা শব্দ শ্রবণিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। সেইহেতু চাক্ষুষত্ব হেতুটি পক্ষে স্বরূপত অসিদ্ধ।

All rights reserved. ©2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

গ) ব্যাপ্যতাসিদ্ধ হেত্বাভাস :

সোপাধিক হেতুর্ব্যাপ্যতাসিদ্ধঃ। সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বম্ উপাধিত্বম্। সাধ্যসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং সাধ্যব্যাপকত্বম্। সাধনবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বং সাধনাব্যাপকত্বম্। যথা-পর্বতো ধূমবান্ বহ্নিমত্বাৎ ইত্যত্র আর্দ্রেন্ধনসংযোগ উপাধিঃ।

অর্থাৎ যে হেতুটির সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ শর্তযুক্ত, সেই হেতুকে বলা হয় ব্যাপ্যতাসিদ্ধ হেত্বাভাস। সেক্ষেত্রে উপাধি বা শর্তটি সাধ্যের ব্যাপক এবং সাধন বা হেতুর অব্যাপক হয়। অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরনে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিকে সাধ্যব্যাপক বলা হয় এবং হেতুর অধিকরণে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিকে হেতুর অব্যাপক বলা হয়। যথা– পর্বতটি ধূমবান্, যেহেতু পর্বতটি বহ্নিত্ব যুক্ত। এই অনুমানটিতে পক্ষ-পর্বত, সাধ্য-ধূম, সপক্ষ-যজ্ঞশালা, বিপক্ষ-হ্রদ, হেতু-বহ্নি। এই 'বহ্নিত্ব' হেতুটি উপাধি যুক্ত, কেননা বহ্নি সেখানে থাকে সর্বক্ষেত্রে সেখানে ধূম নাও থাকতে পারে, যথা- তপ্তলৌহপিন্ড। সেক্ষেত্রে যদি আদ্রইন্ধন বা ভিজে কাঠ (উপাধি) যুক্ত করা হয় তাহলে ধূম উৎপন্ন হবে। অর্থাৎ ব্যাপ্তি সম্বন্ধটি শর্তযুক্ত হওয়ায় অনুমানটিতে ব্যাপ্যতাসিদ্ধ হেত্বাভাস ঘটেছে।

৫ . কালাতীত হেত্বাভাস :

যস্য সাধ্যাভাবঃ প্রমাণান্তরেন নিশ্চিতঃ স বাধিতঃ। যথা – বহ্নিরনুষ্ণোঞা দ্রব্যত্বাদিতি। অত্রানুষ্ণত্বং সাধ্যম্, তদ্-ভাব উষ্ণত্বং স্পর্শেন প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে ইতি বাধিতত্বম্।

অর্থাৎ যে অনুমানটিতে পক্ষ স্থলে সাধ্যর অভাব অন্য কোনো বলশালী প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তখন সেই হেতুকে 'কালাতীত বা বাধিত' হেত্বাভাস বলা হয়। যথা– বহ্নি অনুষ্ণ, যেহেতু বহ্নি দ্রব্য। এই অনুমানটিতে পক্ষ-বহ্নি, সাধ্য-অনুষ্ণ, সপক্ষ-বরফ, বিপক্ষ-তপ্তলৌহপিন্ড, হেতু-দ্রব্য। এই 'দ্রব্যত্ব' হেতুটি কালাতীত দোষে দুষ্ট, কোননা বহ্নির উষ্ণত্ব ধর্মটি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা পূর্বেই সিদ্ধ। অর্থাৎ উক্ত অনুমানটিতে 'বহ্নি' পক্ষে 'অনুষ্ণ' সাধ্যের অভাব প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ। অর্থাৎ যে অনুমানটিতে অবাধিতত্ব হেতুটির অভাব হয়, সেখানেই বাধিত বা কালাতীত হেত্বাভাস ঘটে।

উপসংহার :

পরিশেষে এটিই উল্লেখ্য যে, কোনো অনুমানের ক্ষেত্রে হেতুটির মধ্যে সৎহেতুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য যদি না থাকে বা অনুপস্থিত সেক্ষেত্রে হেতুটি অসৎহেতু বলে বিবেচিত হবে। যথা – পক্ষসত্ত্ব হেতুটির অভাবে অসিদ্ধ হেত্বাভাস ঘটে, সপক্ষাসত্ত্ব হেতুটির অভাবে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস ঘটে, বিপক্ষাসত্ত্ব হেতুটির অভাবে অনৈকান্তিক হেত্বাভাস ঘটে, অবাধিতত্ত্ব হেতুটির অভাবে বাধিত হেত্বাভাস ঘটে, অসৎপ্রতিপক্ষত্ত্ব হেতুটির অভাবে সৎপ্রতিপক্ষত্ত্ব হেত্বাভাস ঘটে। এই ভাবে আমরা খুব সহজেই একটি অনুমান যথার্থ না অযথার্থ তা নির্ণয় করতে পারব।

Bibliography-

- তর্কবাগীশ,শ্রীযুক্ত ফনিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড): পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্সৎ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১।
- ভট্টাচার্য,ডঃ সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন : বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

All rights reserved. ©2026

- গোস্বামী,শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, তর্কসংগ্রহ (সটীকাঃ) অধ্যাপনাসহিতঃ : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা – ৭০০০০৬।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ওগঙ্গোপাধ্যায়, মৃনালকান্তি (সম্পাদিত), ভারত দর্শন সম্ভার ন্যায়সূত্রঃ (১): নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০০৯।
- তর্কবাগীশ,ফনীভূষণ, (১৩৪৬).ন্যায়দর্শন : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা।
- শ্রী পঞ্চানন, শাস্ত্রী, (১৩৭৭).ভাষাপরিচ্ছেদঃ : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা।

All rights reserved. ©2026